# ১২

# নতুন নিয়মের মণ্ডলী

এই পৃথিবীতে বসবাস করতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন আছে। আমাদের বেশীর ভাগ সিদ্ধান্তই হল ছোট-খাট, সাময়িক এবং অল্প প্রয়োজনীয়। অন্যান্য সিদ্ধান্ত হল এতই জটিল ও অপরিহার্য, যে এই জীবনে আমরা ঈশ্বরের সাক্ষাতে যেভাবে জীবন যাপন করব তাহার উপরে নির্ভর করবে আমাদের অনন্তকালীন গন্তব্যের। এই সিদ্ধান্ত, যাহার উপরে আমাদের জীবন এবং অনন্তকালের নির্ভর করে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে তাহার জন্য অনেক ভাবনার এবং প্রার্থনা সহকারে অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। নতুন নিয়মের মণ্ডলীতে প্রবেশের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর অন্য কোন দূরদর্শী সিদ্ধান্ত আমাদের নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। যে সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করব এই প্রশ্ন গুলি তাহা আমাদেরকে ঈশ্বরের জন্য জীবন যাপনে, আমাদের আধ্যাত্মিক পরিচয়, উপাসনা এবং আধ্যাত্মিক সেবায় প্রভাব ফেলবে। অতঃপর, এই প্রশ্ন গুরুত্বের সাথে নেওয়া প্রয়োজন হবে যতক্ষণ পর্যন্ত যথাযথ পক্ষপাতহীন যৌক্তিক এবং পরিষ্কারভাবে বাক্য থেকে শিক্ষা না পাওয়া যাবে।

আমাদের এই পৃথিবী অনেক মণ্ডলীর দ্বারা পরিপূর্ণ, যাহাতে আমাদের বশ্যতা এবং আনুগত্যতা স্বীকারের জন্য আবেদন করে। সিদ্ধান্ত একটা নিতে হবেই। নতুন নিয়মের মণ্ডলী কোনটি? কিভাবে আমরা সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব?

সাধারণ জ্ঞানের নির্দেশনা অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে, যাহা দ্বারা সাক্ষ্য প্রমাণ দেখে আমাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য সতর্ক

চিন্তা ভাবনা করে সেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যাহাতে ঈশ্বর আনন্দিত হবেন। যদি আমরা সরলতার সাথে ঐ সকল নির্দেশনা অনুসরণ করে থাকি, তবে আমরা এই জগতের মধ্যস্থ সমস্ত মণ্ডলীর মধ্য থেকে নতুন নিয়মের মণ্ডলীর পরিচয় পেতে পারব।

ঐ সকল নির্দেশনা গুলি কি কি?

# প্রথম শতাব্দীতে কিভাবে মণ্ডলীর পরিচয় পাওয়াযেত?

নতুন নিয়মে প্রেরিত ২ অধ্যায়ের শেষাংশে আমরা মণ্ডলীর প্রথম প্রকাশ দেখতে পাই। সু-সমাচার আমাদের মাঝে আশার সঞ্চার করেছে, মণ্ডলীর চিত্রের পূর্বাভাস দিয়ে, যাহা যীশুর ও তাঁহার শিষ্যদের দ্বারা দেওয়া হয়েছে উহা সম্পর্কে ভাববানীর কথা উল্লেখ করে (মথি ১৬:১৮; মার্ক ৯:১; প্রেরিত ১:৪-৮)। পরবর্তীতে, প্রেরিত ২য় অধ্যায়ে, পবিত্র আত্মার দ্বারা মণ্ডলীর সৃষ্টি হল, আমাদের সামনে একটি জীবন্ত মণ্ডলীর চিত্র তুলে ধরা হল।

মণ্ডলীর এই চিত্রই আমাদেরকে উহার প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গুলি দেখতে সাহায্য করে। সত্যিকার অর্থে যীশুর সৃষ্ট মণ্ডলী কেমন তাহা দেখতে কোন প্রকার দুশ্চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই।

প্রেরিত ২য় অধ্যায়ে লূকের দেওয়া মণ্ডলীর চিত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গুলি সতর্কতার সাথে পরিলক্ষিত করিঃ

> আর তাহারা প্রেরিতদের শিক্ষায় ও সহভাগিতায়, রুটি ভাঙ্গায় ও প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাকিল। তখন সকলের ভয় উপস্থিত হইল, এবং প্রেরিতগণ কর্তৃক অনেক অদ্ভুত লক্ষণ ও চিহ্ন-কার্য সাধিত হইত। আর যাহারা বিশ্বাস করিল, তাহারা সকলে একসঙ্গে সমস্তই সাধারণে রাখিত; আর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া, যাহার যেমন প্রয়োজন, তদনুসারে সকলকে অংশ করিয়া দিত। আর তাহারা প্রতিদিন একচিত্তে ধর্মধামে নিবিষ্ট থাকিয়া এবং বাটিতে রুটি ভাঙ্গিয়া উল্লাসে ও হৃদয়ের সরলতায় খাদ্য গ্রহণ করিত; তাহারা ঈশ্বরের প্রশংসা করিত, এবং সমস্ত লোকের প্রীতির পাত্র হইল। আর যাহারা পরিত্রাণ পাইতেছিল, প্রভু দিন দিন তাহাদিগকে তাহাদের সহিত সংযুক্ত করিতেন। (প্রেরিত ২:৪২-৪৭)।

এই চিত্রে কোন ধরনের বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই?

## প্রতিশ্রুতিতে ছিল দৃঢ়

প্রথম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল, প্রেরিতদের শিক্ষায় তাহাদের অনড় প্রতিশ্রুতি ছিল। লূক বলেছেন, "আর তাহারা প্রেরিতদের শিক্ষায় ও সহভাগিতায়, রুটি ভাঙ্গায় ও প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাকিল" (প্রেরিত ২:৪২)।

প্রেরিতদের শিক্ষার প্রতি মণ্ডলীর এই প্রতিশ্রুতিই তৈরি করেছিল তাহাদের বিশ্বস্ত শিক্ষার সঠিক অনুসরণের কারণ; তাহাদের উপাসনায় একত্রিত সহভাগিতা, সেবা এবং দানে; তাহাদের প্রভুর ভোজ পালনে অথবা "রুটি ভাঙ্গায়";[1] এবং প্রার্থনায়। খ্রীষ্ট তাহাদের মস্তক ছিলেন, এবং তাহারা তাঁহার মণ্ডলীতে তাঁহারই নেতৃত্বকে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁহার বাক্যের প্রতি সম্মান দিয়ে, যাহা প্রেরিতদের মাধ্যমে তাহাদের জন্য দেয়া হয়েছিল।

খ্রীষ্টকে তাঁহার মণ্ডলীতে অনুসরণ করার এই সহজ পদ্ধতিকে আমাদের বিভক্ত করে কোন প্রকার ভ্রান্তি জন্মাতে আমাদের সুযোগ দেওয়া উচিৎ নয়। এই মণ্ডলী মানুষের সৃষ্ট কোন দেহ নয়। ইহা হল একদল মানুষের দ্বারা সৃষ্ট যাহারা পবিত্র আত্মার কথায় আত্মসমর্পণ করেছেন এবং তাহারা সু-সমাচারে বাধ্য হয়ে খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে পবিত্র আত্মার দ্বারা একত্রে অঙ্গীকার বদ্ধ হয়েছেন। তাহারা একমাত্র খ্রীষ্টেরই। তাহারা মানুষের নেতৃত্বে নয় বরং দেহের মস্তকের দ্বারা, খ্রীষ্ট কর্তৃক, তাঁহার প্রকাশিত বাক্যের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছেন। তাহারা খ্রীষ্টের কাছে বিশ্বস্ত হওয়াকে প্রমাণিত করেছেন তাঁহার বাক্যানুসারে জীবন যাপন করে। পবিত্র বাইবেল খ্রীষ্টিয়ানদের উপাসনা পরিচালনা করে, খ্রীষ্টের হাত হিসেবে এই পৃথিবীতে তাঁহার কর্ম করে এবং তাহাদের দৈনন্দিন জীবন খ্রীষ্টের জন্য যাপন করে থাকে।

[1]প্রভুর ভোজের সময় নিয়ে এই অংশে লূক আলোচনা করে নাই কিন্ত প্রেরিত ২০:৭ পদে তিনি দেখিয়েছেন যে মণ্ডলীর দ্বারা প্রতি সপ্তাহের প্রথম দিনে যেদিনে প্রভু মৃত্যু হতে পূনরুত্থিত হয়েছিল সে দিনে মণ্ডলী প্রভুর ভোজ গ্রহন করা হত৷

মণ্ডলীতে পবিত্র আত্মার চিত্র যে ভাবে দেখলাম, তাহাতে আমরা দেখতে পেলাম দৃঢ় প্রতিশ্রুতিশীল চরিত্র।

## দয়ায় স্বার্থপর ছিলনা

মণ্ডলীর আধ্যাত্মিক চিত্রে অন্য আরও একটি বৈশিষ্ট্য আছে যাহা দেখতে আমরা কোন ভাবে ভুল করতে পারি না, আর তা হল, মণ্ডলীর একে অপরের প্রতি দয়ায় স্বার্থপর-হীনতা। সত্যের প্রতি অকৃত্রিম বাধ্যতাই তাহাদের মধ্যে একে অপরের প্রতি দয়ালু প্রেম সৃষ্টি করেছে। "আর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করিয়া, যাহার যেমন প্রয়োজন, তদনুসারে সকলকে অংশ দিত" (প্রেরিত ২:৪৫)।

পঞ্চাশত্তমী পালনের জন্য রোমীয় সাম্রাজ্যের সকল স্থান হতে যিহূদীরা এসেছিলেন। তাহারা মনে করেছিলেন যে, এই পঞ্চাশত্তমীও সাধারণ ভাবেই পালন করবেন; কিন্তু সম্পূর্ণভাবে আশ্চর্যের বিষয় হল, ঐরকম ছিল না। ঐ দিন ছিল ঐতিহাসিক দিন যাহার জন্য ভাববাদীগণ প্রতীক্ষায় ছিলেন। পিতরের প্রচার শোনার পরে, যিহূদীদের মধ্যে অনেকে খ্রীষ্টিয়ান হতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন (প্রেরিত ২:৪১)। খ্রীষ্টেতে তাহাদের বাধ্যতা ছিল সম্পূর্ণভাবে মৌলিক পরিবর্তন। একটি কারণে, তাহাদের যিরুশালেমে অবস্থান করতে হয়েছিল এবং প্রেরিতদের কাছ থেকে মণ্ডলীর সম্পর্কে তাহাদের আরও শিক্ষা নিতে হয়েছিল যাহার অংশ তাহারা হয়েছিলেন। হঠাৎ করে সেখানে থাকতে হয়েছিল বলে তাহাদের মধ্যে অনেককেই সমস্যায় পড়তে হয়েছিল, কারণ অনেকদিন থাকার জন্য তাহাদের কোন প্রকার পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না। সন্দেহের কোন কারণই নাই যে, তাহাদের অবশ্যই থাকার জন্য স্থান ও খাদ্যের দরকার ছিল। অন্য খ্রীষ্টিয়ানগন, যাহাদের এই সমস্যায় পড়তে হয় নাই তাহারা কেমন ভাবে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, সেই সমস্ত ভাই ও বোনদের প্রতি যাহারা দূর-দূরান্ত হতে এসেছিলেন? তাহাদের সাড়া ছিল; দয়ার এবং প্রেমের চিত্রের, যাহা ছিল সম ভাবে সাধা। কিছু লোক ঘর এবং জমি বিক্রয় করলেন এই ভ্রাতৃগনের যত্ন নেয়ার জন্য। তাহাদের কর্মই

প্রকাশ করে তাহাদের দয়ার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের, যাহা খ্রীষ্ট সর্বদা তাঁহার মণ্ডলীর অংশ হিসেবে থাকবে বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

একটি সত্য, যাহা তাহাদের সহভাগিতাকে বর্ণনাতীত করে তুলেছিল, তাহা হল, তাহাদের উপহার, যাহা ছিল সম্পূর্ণভাবে স্বেচ্ছায় প্রদত্ত। তাহাদের দান প্রেরিতদের দ্বারা জোর পূর্বক আদায় করা হয় নাই অথবা চাওয়া হয় নাই (প্রেরিত ৫:৪)। উহা সুকোমল দয়া এবং খ্রীষ্টের মত প্রেমের মাধ্যমেই তাহাদের হৃদয়ে উদয় হয়েছিল। খ্রীষ্ট তাহাদের মাঝে এক নতুন প্রকৃতি তৈরি করেছিলেন, এক স্বার্থহীন দয়া।

তাহাদের দান, শুধুমাত্র দান অথবা সহভাগিতাই ছিল, যেন সকলে সমান হতে পারে, অথবা সমপরিমাণ সম্পদ থাকে। উহা যৌথ জীবনযাপন ছিলনা; উহা ছিল পরোপকারী প্রেম হিসেবে। যাহাদের নেই তাহাদেরকে তাহারা দিয়েছিলেন। তাহারা প্রয়োজনীয়তার তুষ্ট করেছেন, গৌরবের জন্য নয়। তাহারা জানতেন যে প্রত্যেকটি জরুরী বিষয় তাৎক্ষণিক জরুরী চাহিদার সৃষ্টি করে। মানুষের যখন কোন কিছু প্রয়োজন হয়ে পড়ে তখন অন্যেরা প্রেমের দ্বারা তাহা পরিপূর্ণ করে থাকে– এমনকি উহা যদি বলী সদৃশ দানের প্রয়োজন হয়।

লূক পরবর্তীতে মণ্ডলী সম্পর্কে বলেছেন, "এমন কি, তাহাদের মধ্যে কেহই দীনহীন ছিল না; কারণ যাহারা ভূমির অথবা বাটির অধিকারী ছিল, তাহারা তাহা বিক্রয় করিয়া, বিক্রিত সম্পত্তির মূল্য আনিয়া প্রেরিতদের চরণে রাখিত; পরে যাহার যেমন প্রয়োজন, তাহাকে তেমনি দেওয়া হইত" (প্রেরিত ৪:৩৪,৩৫)। তিনি আরও বলেছিলেন, "তাহাদের এক জনও আপন সম্পত্তির মধ্যে কিছুই নিজের বলিত না; কিন্তু তাহদের সকল বিষয় সাধারণে থাকিত" (প্রেরিত ৪:৩২)।

দয়া হল খ্রীষ্টের মণ্ডলীর সাধারণ গুন। যেখানে তাঁহার বাক্যের উপরে বিশ্বস্ত বাধ্যতার উপস্থিত থাকবে না, সেখানে তাঁহার মণ্ডলীও থাকতে পারেনা; অনুরূপ পর্যাপ্ত খ্রীষ্টের দয়ার মত দয়ালু হৃদয় যেখানে থাকবেনা সত্যিকারে তাঁহার মণ্ডলীও সেখানে থাকতে পারেনা। সত্যিকারের খ্রীষ্টিয়ানদের কার্যকারী প্রেম আছে যাহা তাহাদের হৃদয়ে

ঈশ্বরের প্রেমের দ্বারা সৃষ্টি হয়। যোহন লিখেছেন, "কিন্তু যাহার সাংসারিক জীবনোপায় আছে, সে আপন ভ্রাতাকে দীনহীন দেখিলে যদি তাহার প্রতি আপন করুণা রোধ করে, তবে ঈশ্বরের প্রেম কেমন করিয়া তাহার অন্তরে থাকে?" (১যোহন ৩:১৭)।

পবিত্র আত্মার দ্বারা মণ্ডলীর প্রাথমিক চিত্রে, নিঃস্বার্থ দয়া হল সহজে উল্লেখযোগ্য একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

## খ্রীষ্টে ঐক্যতা ছিল

খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে তৃতীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য চিত্রিত হয়েছে, তাহলো ঐক্যতা। পবিত্র আত্মা, এই লোকদের সু-সমাচারে বাধ্যতায় এবং প্রেরিতদের শিক্ষায়, খ্রীষ্টের মণ্ডলীর সদস্যদের দেয়া হয়েছে মনের এক আত্মা। লূক বলেছেন, "আর যাহারা বিশ্বাস করিল, তাহারা সকলে একসঙ্গে সমস্তই সাধারণে রাখিত" তিনি আরও বলেছেন, "আর যাহারা বিশ্বাস করিল, তাহারা সকলে একসঙ্গে সমস্তই সাধারণে রাখিত" (প্রেরিত ২:৪৪)। "আর তাহারা প্রতিদিন একচিত্তে ধর্মধামে নিবিষ্ট থাকিয়া এবং বাটিতে রুটি ভাঙ্গিয়া উল্লাসে ও হৃদয়ের সরলতায় খাদ্য গ্রহণ করিত; তাহারা ঈশ্বরের প্রশংসা করিত, এবং সমস্ত লোকের প্রীতির পাত্র হইল" (প্রেরিত ২:৪৬)।

যীশু যে মণ্ডলী গঠন করেছেন তাহার মধ্যে সুন্দর একটি ঐক্যতা আমরা দেখতে পেয়েছি, আসুন মণ্ডলীর প্রাথমিক চিত্রের গুরুত্ব স্মরণ করি। এই চিত্র খ্রীষ্টের জাগতিক জীবন ও মৃত্যুর ফল প্রকাশ করেছে। খ্রীষ্ট কোন ধরনের মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত অথবা সৃষ্টি করতে এসেছিলেন? উহা কি অনেক দেহের সমন্বিত এক বিশাল প্রতিষ্ঠান যাহা ভিন্ন ভিন্ন নাম ব্যবহার করবে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা দিয়ে চালিত হবে, এবং একে অপরের সাথে কোন প্রকার সহভাগিতা থাকবে না? অথবা তিনি কি একটি সুসমন্বিত দেহ তৈরি করেছেন যাহার উপরে তিনি মস্তক হয়ে রাজত্ব করবেন? সম্ভবত সমস্ত নতুন নিয়মের মধ্যে প্রেরিত ২ অধ্যায়ে আমরা পরিষ্কার চিত্র দেখতে পাই; যে খ্রীষ্ট তাঁহার মণ্ডলীকে কি হিসেবে তৈরি করতে চেয়েছেন, এবং কিভাবে উহা এই পৃথিবীতে জীবন-যাপন করবে? এই চিত্র নির্ভুলভাবে প্রকাশ করে যে মন এবং জীবনের ঐক্যতার স্বভাবই হল ঐ মণ্ডলী। এই ইচ্ছাই হইতেছে সেই ইচ্ছা যাহা বর্তমান মণ্ডলীর জন্য

খ্রীষ্ট চাচ্ছেন। এই বর্তমান ধর্মীয় জগতে যে বিভক্ততা হয়েছে তাহাতে নিশ্চিত প্রকাশ পায় যে মানুষ তাহার জাগতিক জ্ঞানে, খ্রীষ্টের মণ্ডলী ত্যাগ করেছে এবং নিজেদের জন্য মণ্ডলী সৃষ্টি করেছে।

বিবাহের দ্বারা প্রভুর মণ্ডলীর ঐক্যতা ব্যাখ্যা করা যায়। একজন পুরুষ ও একজন নারী বিবাহে এক অঙ্গে পরিণত হয় (ইফি ৫:৩১)। তাহাদের বিবাহ অনুষ্ঠানের পরে, তাহারা নতুন এক পরিবারে পরিণত হয়। এখন তাহারা একে অপরের জন্য, এবং তাহারা এক নতুন স্বভাব প্রাপ্ত হয়েছে। তাহাদের স্বার্থপর উচ্চাভিলাষ এবং ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষার মৃত্যু হয়েছে; এই নতুন পরিবারের জন্য তাহাদের জীবনে নতুন আশা এবং ইচ্ছার উপস্থিত হয়েছে। তাহারা একত্রে বসবাস করে, এক আত্মা এবং এক হৃদয় হয়ে, প্রেম ও তাহাদের পরিবারের ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ করতে একত্রে কাজ করে। কিভাবে তাহাদের এই ঐক্যতা দেওয়া হয়েছে? তাহাদের উভয়ের সম্মতি অনুসারে বিবাহে প্রবেশের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে এবং বিবাহ ব্যবস্থার পরিপূর্ণতার মাধ্যমে। তাহারা কিভাবে এই ঐক্যতা বজায় রাখে? তাহারা উহা বজায় রাখে, একে অপরের প্রতি প্রেমে, একে অপরের প্রতি তত্ত্বাবধান করে, একে অপরের প্রতি ক্ষমায়, বিবাহ শপথের সম্মান করে, এবং বিবাহের আশীর্বাদ মর্যাদাকে সম্মানিত করে।

এইগুলি কি মণ্ডলীর ক্ষেত্রেও সত্য নয়? আমরা কিভাবে মণ্ডলীর ঐক্যতায় প্রবেশ করি? ব্যক্তিগত সম্মতির মাধ্যমে, খ্রীষ্টের সু-সমাচারে আমাদের জীবনকে সমর্পণ করতে সিদ্ধান্ত নেই এবং তাহার দেহে প্রবেশ করি, মণ্ডলী। যখনই আমরা উক্ত দেহে প্রবেশ করি, তখন আমরা পবিত্র আত্মার দ্বারা খ্রীষ্টের সাথে এবং উহার প্রত্যেক সদস্যদের সাথে এক হয়ে যাই। এক আত্মায় এবং হৃদয়ে, আমরা প্রেম করতে, সেবা করতে, এবং তাঁহার দেহ হিসেবে জীবন যাপন করতে আরম্ভ করি। আমরা কিভাবে এই ঐক্যতা রক্ষা করি? আমরা উহাকে দৃঢ় রাখি একে অপরের প্রতি প্রেমে ও ক্ষমায় এবং উপাসনায়, সেবায়, এবং দৈনন্দিন জীবন যাপনে খ্রীষ্টের বাক্যকে

সম্মানিত করে।

খ্রীষ্টের মণ্ডলীর একটি অবশ্য স্বীকার্য বৈশিষ্ট্য হল ঐক্যতা। খ্রীষ্টের মণ্ডলী সেখানে থাকতে পারে না যেখানে বিভক্ততার উপস্থিত থাকে। এই ঐক্যতা পবিত্র আত্মা দ্বারা তখনই প্রাপ্ত হই যখন আমরা খ্রীষ্টের দেহে প্রবেশ করি; এবং আমরা যখন তাঁহার দেহ হিসেবে জীবন যাপন করি; আমরা হয়ত উহার রক্ষা করব নয়ত উহার ক্ষতি করব। প্রতিটি খ্রীষ্টিয়ানের কাছে খ্রীষ্টের দেহের বিভক্ততা হতে হবে অকল্পনীয় বিষয়। পবিত্র আত্মার চিত্রানুসারে, এই পৃথিবীতে একটি স্থানে যেখানে ঐক্যতা পাওয়া যাবে তা হল খ্রীষ্টের দেহে।

# বর্তমানে মণ্ডলীকে কিভাবে চেনা যাবে?

**উহার শুরুর কথা লক্ষ্য করুন**

নতুন নিয়মের মণ্ডলীর পরিচিতিমূলক একটি চিহ্ন হল, উহার আরম্ভের সময়। কোন মণ্ডলী যদি নতুন নিয়মের মণ্ডলীর আরম্ভের সময় থেকে অন্য কোন সময়ে আরম্ভ হয়ে থাকে তবে অবশ্যই উহা নতুন নিয়মের মণ্ডলী নয়।

তাঁহার নিজ কর্মের তিন-চতুর্থাংশের দিকে যীশু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, “আমি আপন মণ্ডলী গাঁথিব” (মথি ১৬:১৮)। পুনরুত্থানের পরে প্রথম পঞ্চাশত্তমীর দিনে তিনি তাঁহার কথা রেখেছেন (প্রেরিত ২:৪১-৪৭)। এই পঞ্চাশত্তমীর দিনের পর থেকে সামনের দিকে, নতুন নিয়মের বাদ বাকী অংশে আমরা মণ্ডলীকে বাস্তব হিসেবে দেখতে পাই (প্রেরিত ৫:১১; ৭:৩৮; ৪:১,৩)।

ধরুন কেহ বললেন, “আমার মণ্ডলী শুরু হয়েছে পুরাতন নিয়মের সময়।” তাহার মণ্ডলী সময়ের অতিরিক্ত পূর্বে স্থাপন হয়েছে। পুরাতন নিয়মে রাজ্য আসতেছে বলে ভাববানী করা হয়েছে পুরাতন নিয়মে মণ্ডলী স্থাপনের কথা উল্লেখ নেই। ধরুন অন্য একজন বললেন, “আমার মণ্ডলী আরম্ভ হয়েছে ৩য় শতাব্দী এ.ডি.

তে।” তাহার মণ্ডলী অনেক দেরিতে স্থাপিত হয়েছে। এই মণ্ডলী নতুন নিয়মের মণ্ডলী হতে পারে না। ভবিষ্যতে কোন এক সময়ে মণ্ডলী স্থাপিত হবে এই প্রত্যাশায় নতুন নিয়ম শেষ হয় নাই। বরং শেষ হয়েছে পৃথিবী ব্যাপী মণ্ডলী প্রবল বিস্তারের মাধ্যমে রোমীয় সাম্রাজ্যকে কাঁপুনি দিয়ে।

সাধারণভাবে, সাম্প্রদায়িক মণ্ডলী যাত্রা আরম্ভ হয়েছে ১৬ শতাব্দীতে, সংস্কারের সময়ে বা উহার পরে। কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক মণ্ডলীর কথা নতুন নিয়মের সময় পাওয়া যায় না। নতুন নিয়মের মণ্ডলী আরম্ভ হয়েছিল এবং উহার এক শতাব্দী পরে, যখন নতুন নিয়মের শিক্ষার মধ্যে ভ্রান্ত শিক্ষা প্রবেশ করে তখন সাম্প্রদায়িক মণ্ডলী সৃষ্টি হতে থাকে। নতুন নিয়মের চিত্র হল এই যে, লোকজন খ্রীষ্টিয়ান হতে থাকলেন, খ্রীষ্টের দেহ হিসেবে জীবন যাপন এবং উপাসনা করতেছিলেন সাম্প্রদায়িক মণ্ডলীর আরম্ভের অনেক পূর্ব থেকে।

যখনি আপনি কোন একটি মণ্ডলীর বিষয়ে বিবেচনা করবেন, প্রশ্ন করুন, “আসলে ঐ মণ্ডলী কখন আরম্ভ হয়েছিল?” উহার আরম্ভ যদি প্রভুর পুনরুত্থানের পরে প্রথম পঞ্চাশত্তমীর দিন ছাড়া অন্য কোন সময় হয়ে থাকে তবে উহা নতুন নিয়মের মণ্ডলী হতে পারে না।

**উহার সঙ্কল্প লক্ষ্য করুন**

নতুন নিয়মের মণ্ডলীর পরিচিতিমূলক অন্য একটি বৈশিষ্ট্য হল, উহার উদ্দেশ্য অথবা সঙ্কল্প। একমাত্র নতুন নিয়মের মণ্ডলী হওয়া ছাড়া এই পৃথিবীতে নতুন নিয়মের মণ্ডলীর অন্য কোন ধরনের সঙ্কল্প নেই। ইহা কখনই নতুন নিয়মের মণ্ডলীর মত, সমজাতিয়, অথবা কাছাকাছি হতে চায় নাই বরং মণ্ডলীই হতে চেয়েছে।

যখন আমরা প্রশ্নের উত্তর বিবেচনা করি “নতুন নিয়মের মণ্ডলী কোনটি?” এই পৃথিবীতে কোন একটি নিদিষ্ট মণ্ডলীকে প্রশ্ন করতে পারেন, “এই পৃথিবীতে উহার সঙ্কল্প অথবা উদ্দেশ্য কি?” নতুন

নিয়মের মণ্ডলী এই পৃথিবীতে খ্রীষ্টের দেহ ছিল। পৌল বলেছেন, "তেমনি এই অনেক যে আমরা, আমরা খ্রীষ্টে এক দেহ এবং প্রত্যেকে পরস্পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ" (রোমীয় ১২:৫)। কোন মণ্ডলী যদি উহার নিজস্ব এলাকায় খ্রীষ্টের দেহ হতে না চায় তবে কোন মতেই উহা নতুন নিয়মের মণ্ডলী হতে পারে না।

যেকোনো প্রকার সাম্প্রদায়িক মণ্ডলীর সদস্য হয়ে তাঁহার শিষ্য হতে খ্রীষ্ট মনুষ্যকে আহবান করেন নাই। তিনি তাহাদের শিষ্য হতে আহবান করেছেন এই পৃথিবীতে তাঁহারই দেহ হয়ে। এই দেহ তাঁহার নাম পরিধান করবে, তাঁহার নামে একত্রে উপাসনা করবে, এবং তাঁহার গৌরবার্থে এই পৃথিবীতে তাঁহারই কর্ম করবে।

## উহার কার্যক্রম লক্ষ্য করুন

নতুন নিয়মের মণ্ডলীর পরিচিতিমূলক অন্য আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল, উহার কার্যক্রম। মণ্ডলী হল নতুন নিয়মের মণ্ডলী এই কথা বলা পৃথিবীতে তাহা এক বিষয়, কিন্তু উক্ত মণ্ডলীর কার্যক্রমের মাধ্যমে উহার বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হল অন্য বিষয়। যে কেহ নতুন নিয়মের মণ্ডলী বলে দাবি করতে পারে, কিন্তু উক্ত দাবির প্রমাণ পাওয়া যাবে উহার কার্যক্রম দিয়ে।

নতুন নিয়মের মণ্ডলীর আচার ব্যবহার নতুন নিয়মে সহজেই অবলোকন যোগ্য। নতুন নিয়মের মণ্ডলী প্রতি সপ্তাহের প্রথম দিনে উপাসনার জন্য একত্রিত হত এবং প্রভুর মৃত্যুর কথা স্মরণে রুটি ভাঙত (প্রেরিত ২০:৭; ১করি ১১:২০; ইব্রীয় ১০:২৫)। খ্রীষ্টিয়ানগন একত্রে গান গাইতেন, অন্তঃকরণে গান ও বাদ্য করতেন এবং একে অপরকে গাঁথিয়া তুলতেন। নতুন নিয়মে কোন প্রকার ইঙ্গিত নেই যে তাহারা তাহাদের উপাসনালয়ে বাদ্য বাজাতেন, কোন আদেশও নেই বাদ্য বাজাবার জন্য (ইফি ৫:১৯; কল ৩:১৬)। তাহারা তাহাদের জাগতিক উপার্জন হতে সপ্তাহের প্রথম দিনে দান করতেন, যেন ঈশ্বরের কার্য্য সম্পন্ন করা যায় এবং দরিদ্রদের সাহায্য করা যায় (১করি ১৬:১,২)। তাহারা একত্রে প্রার্থনা করতেন এবং ঈশ্বরের

লোকদের দ্বারা ঈশ্বরের কোন ইচ্ছা প্রকাশ হলে তাহা তাহারা পালন করতেন (প্রেরিত ২:৪২)। (২১৯ থেকে ২২৫ পৃষ্ঠা দেখুন।) মূর্তি উপাসনা এবং মোমবাতি অথবা ধুপধুনা উপাসনায় ব্যবহার অনুমতি ছিল না এবং নতুন নিয়মের মণ্ডলীর আচার ব্যবহারের অংশ হিসেবেও ছিলনা। নতুন নিয়মের প্রতিটি মণ্ডলী উহার নিজস্ব অধ্যক্ষ বা প্রাচীনদের দ্বারা পরিচালিত হইত (১তিম ৩:১-৭), যীশুকে মণ্ডলীর একমাত্র মস্তক হিসেবে অনুসরণ করত। পরিচারক (১তিম ৩:৮-১১) এবং সু-সমাচার প্রচারক (২তিম ৪:১,২) মণ্ডলীতে প্রাচীনদের অধীনে সেবা করতেন।

নতুন নিয়মের মণ্ডলী চিনতে আমাদেরকে নতুন নিয়মের মণ্ডলীর আচার ব্যবহারের একটি তালিকা তৈরি করতে হবে এবং আমাদের চার পাশের মণ্ডলীর সাথে উহার তুলনা করতে হবে। যখন সত্যিকারে একই ধরনের আচার ব্যবহার দেখতে পাই, যখন আমরা সত্যিকারের মিল দেখতে পাই, যখন আমরা একটি মণ্ডলী পাই যে মণ্ডলী নতুন নিয়মের পদ্ধতি অনুসরণ করে, তবে আমরা নতুন নিয়মের মণ্ডলীকে খুঁজে পেয়েছি, যাহা প্রভুর মণ্ডলী।

## উহার উপাধি লক্ষ্য করুন

নতুন নিয়মের মণ্ডলীর অন্য আরও একটি পরিচিতিমূলক বৈশিষ্ট্য হল, উহার উপাধি। বাইবেলে নতুন নিয়মের মণ্ডলীর জন্য যে বর্ণনামূলক উক্তি ব্যবহার করা হয়েছে তাহা উহাকে সাম্প্রদায়িক মণ্ডলী গুলি থেকে পৃথক করে রেখেছে।

নতুন নিয়মের মণ্ডলীকে নতুন নিয়মে উল্লেখ করা হয়েছে, “খ্রীষ্টের দেহ” (ইফি ৪:১২), “ঈশ্বরের মণ্ডলী” (১করি ১:২), “খ্রীষ্টের সমস্ত মণ্ডলী” (রোমীয় ১৬:১৬), “প্রথম জাতের মণ্ডলী” (ইব্রীয় ১২:২৩), “স্বর্গ রাজ্য” (মথি ১৬:১৯), এবং সাধারণ ভাবে “মণ্ডলী” (ইফি ১:২২)। এই উক্তি গুলি উহার প্রকৃতি বর্ণনা করে এবং মণ্ডলীকে চিহ্নিত করে। উহারা নাম নয় বরং বর্ণনা।

যদি আপনি কোন মণ্ডলীর কথা বিবেচনা করেন যাহার উক্তি

বা নাম নতুন নিয়মে খুঁজে পাওয়া না যায় তবে কি হবে? আমাদের কাছে উহা নিশ্চিত ভাবে গ্রহণ অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রথমত, যদি উক্ত মণ্ডলী নতুন নিয়মের মণ্ডলী হয়, তবে কেন উহা নতুন নিয়মের বহির্ভূত নাম রাখবে? দ্বিতীয়ত, যদি এই মণ্ডলী নতুন নিয়মের মণ্ডলী হয় তবে কেন নতুন নিয়মের মণ্ডলীর জন্য সর্ব বিষয়ে নতুন নিয়মের উক্তি ব্যবহার করবে না? তৃতীয়ত, নতুন নিয়মের মণ্ডলীর দ্বারা নতুন নিয়মের মণ্ডলীর বহির্ভূত নাম বা উক্তি হিসেবে ভুলক্রমে ব্যবহৃত হতে পারে। নিশ্চয়ই, যখনই উক্ত ভুল তাহাদের দৃষ্টি গোচর হবে, তৎক্ষণাৎ উহাকে আনন্দের সাথে নতুন নিয়মের নামে পরিবর্তিত করবে যেন কেহ তাহাদেরকে নতুন নিয়মের মণ্ডলী ছাড়া অন্য কোনভাবে চিন্তা করতে না পারে।

যদি একটি মণ্ডলী নতুন নিয়মের মণ্ডলী হতে চায়, তবে নতুন নিয়মের মণ্ডলীর বৈশিষ্ট্য ধারণ করবে, এবং সকলকে জানাবে যে উহা নতুন নিয়মের মণ্ডলী, ইহা নিজেকে নতুন নিয়মের মণ্ডলীর জন্য দেওয়া নাম ব্যবহার করবে এবং একমাত্র ঐ নাম গুলিই, অন্য কোন নাম নয়।

# উপসংহার

পবিত্র আত্মার নতুন নিয়মের মণ্ডলীর চিত্রে আকর্ষণীয় তিনটি গুনাগুণ দেখতে পাই যাহা সমস্ত ধর্মীয় দেহ থেকে খ্রীষ্টের মণ্ডলীকে আলাদা করে রেখেছে। প্রথমত, তাঁহার মণ্ডলী হল একদল লোক যাহারা তাঁহার বাক্যে বাধ্য হয়েছে এবং তাহার বাক্যে সর্বদা ধ্যান করে। দ্বিতীয়ত, তাঁহার মণ্ডলীর বৈশিষ্ট্য হল প্রত্যেক সদস্যদের প্রতি দয়া, পরোপকারী প্রেম যাহা অন্য কোন সম্পদ বা ধনের চেয়ে মণ্ডলীর কোন দরিদ্র সদস্যের প্রয়োজনীয়তার উপরে জোর দেয়। তৃতীয়ত, সু-সমাচারের মাধ্যমে যাহারা খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে প্রবেশ করবে সে পবিত্র আত্মার দ্বারা খ্রীষ্টের সাথে এবং অন্য সদস্যদের সাথে এক হবে, এবং সেই একতা সে দৃঢ়ভাবে প্রেমের দ্বারা এবং প্রতিনিয়ত

খ্রীষ্টের বাক্য দ্বারা বজায় রাখবে। মণ্ডলীকে এক হৃদয়ে এবং জীবনে এক পরিবার হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে।

অতএব, কিভাবে বর্তমানে আমরা খ্রীষ্টের মণ্ডলী হতে পারি? দু'টি শব্দ উক্ত পদ্ধতির বর্ণনা দেয়ঃ "অনুলিপি" এবং "নিয়োজিত।" আসুন এই শিক্ষা হতে যাহা পাওয়া গিয়েছে তাহা থেকে খ্রীষ্টের অনুসারী হওয়ার পথের অনুলিপি তৈরি করে ব্যবহার করি। এই উপস্থিত জনতা খ্রীষ্টের বাক্য শ্রবণ করলেন ঠিক যেভাবে পিতর প্রচার করেছেন সেই ভাবে এবং তাহারা উচ্চরবে বললেন, "আমরা কি করব?" পিতর তাহাদের বলেছিলেন, "মন ফিরাও, এবং তোমরা প্রত্যেক জন তোমাদের পাপমোচনের নিমিত্ত যীশু খ্রীষ্টের নাম বাপ্তাইজিত হও; ..." (প্রেরিত ২:৩৮)। বাক্য দ্বারা যে বিশ্বাস তাহাদের মধ্যে রোপিত হয়েছিল, তাহাতে তাহারা মন পরিবর্তন করেছিলেন এবং তাহাদের পাপ ক্ষমার জন্য বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন, এবং প্রভু তাহাদেরকে তাঁহার মণ্ডলীতে যুক্ত করেছিলেন। এই ভাবেই খ্রীষ্ট লোকদেরকে তাঁহার নিজের করে নিয়ে থাকেন। আজকের এই সময়ে যখন কেহ এই পথ অনুসরণ করবেন, খ্রীষ্ট ঐ সময়ে লোকদের জন্য যাহা করেছিলেন তাহার জন্য একই কর্ম করবেন। তিনি তাহাদের যেভাবে প্রেম করেছিলেন ঠিক তেমনি আমাদেরও প্রেম করবেন; তিনি আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন ঠিক যেমন করে তাহাদের জন্য করেছিলেন।

আসুন খ্রীষ্টের বাক্য মান্য করি এবং তাঁহার মণ্ডলীতে জীবন যাপনের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করি। প্রেরিত ২ অধ্যায়ের চিত্র অনুসারে, ইহা করতে হবে খ্রীষ্টের বাক্যকে আঁকড়ে ধরে, খ্রীষ্টের হৃদয় নিয়ে জীবন যাপন করে, এবং খ্রীষ্টেতে পবিত্র আত্মা তাঁহার মণ্ডলীতে যে একতা দিয়েছিলেন তাহা অনুসরণ করে।

এখন যেহেতু খ্রীষ্টের মণ্ডলী কেমন তাহা জানতে পারলাম, আসুন খ্রীষ্টের মণ্ডলী হতে সিদ্ধান্ত নেই।

# অধ্যয়ন সহায়ক প্রশ্নাবলী

(উত্তর পাওয়া যাবে 285 পৃষ্ঠায়)

১। "তাহারা প্রেরিতদের শিক্ষায় ও সহভাগিতায়, রুটি ভাঙ্গায় ও প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাকিল" (প্রেরিত ২:৪২) এই উক্তির অর্থ আলোচনা করুণ। উহা বর্তমানে আমাদের কাছে কি অর্থ প্রকাশ করে?

২। যিরুশালেম মণ্ডলীতে যে ধরনের একতা ছিল তাহার বর্ণনা দিন।

৩। বর্তমানে খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী দেখতে কেমন হবে?

৪। কোনটি নতুন নিয়মের মণ্ডলী তাহা সিদ্ধান্ত নিতে কেন অনেক চিন্তা করতে হবে?

৫। বাক্যের তালিকা তৈরি করুন যাহা প্রমাণ করে যে প্রেরিত ২ অধ্যায়ে মণ্ডলী পঞ্চাশত্তমীর দিনে শুরু হয়েছে।

৬। কখন সাম্প্রদায়িক মণ্ডলী শুরু হয়েছিল?

৭। কাহারা খ্রীষ্টের দেহ সৃষ্টি করে- প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানগন অথবা সাম্প্রদায়িক মণ্ডলী গুলি? (দেখুন ১করি ১২:২৪।)

৮। নতুন নিয়মের মণ্ডলীর জন্য যে নাম করণ করা হয়েছে কেন আমাদেরও ঠিক একই নামকরণ করতে হবে?

৯। বর্তমান কালের মণ্ডলী গুলিকেও কি নতুন নিয়মের মণ্ডলীর করণীয় সকল কর্ম অনুরুপভাবে করতে হবে?

# বাক্য সহায়ক শব্দাবলী

**তাঁহাতে থাকাঃ** যীশুর শিক্ষার প্রতি প্রেম, অধ্যয়ন এবং পালন করা (যোহন ৮:৩০-৩২)।

**রুটি ভাঙ্গাঃ** প্রভুর ভোজ গ্রহণ করা (প্রেরিত ২:৪২; ২০:৭ পদ দেখুন)।

**পরিচারকঃ** দক্ষ লোক (১তিম ৩:৮-১৩) যাহারা মণ্ডলীর কাজ বা সেবা করার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। তাহারা প্রাচীনদের অধীনে কাজ করেন (কল ১:১; প্রেরিত ২০:২৮ পদ)।

**প্রাচীনগনঃ** একের অধিক প্রাপ্ত বয়স্ক খ্রীষ্টিয়ান পুরুষলোক যাহারা স্থানীয় মণ্ডলীর তত্ত্বাবধান করতে বাছাইকৃত হয়েছেন (১তিম ৩:১-৭)।

**বাদ্যযন্ত্রঃ** সংগীতে ব্যবহৃত মানুষের তৈরি যন্ত্র যেমন তারযুক্ত, বায়ু ব্যবহৃত, কাসার তৈরি যন্ত্র, কীবোর্ড, ড্রাম। মণ্ডলীতে উপাসনায়

ব্যবহারের জন্য উক্ত বা অন্য কোন প্রকার যন্ত্র ব্যবহারের কথা নতুন নিয়মের কোন স্থানে উল্লেখ নেই। ঈশ্বরের ইচ্ছা হল গান থাকবে উপাসনার অংশ হিসেবে (ইব্রীয় ২:১২বি; ইফি ৫:১৯; কল ৩:১৬)। ব্যক্তিগত উপাসনায়ও গান ব্যবহার করতে উৎসাহ করা হয়েছে যাকোব ৫:১৩ পদে।

**সাম্প্রদায়িক মণ্ডলীঃ** মানুষের দ্বারা তৈরি ধর্মীয় দল গুলোকে বুঝাতে নাম দেয়া হয়েছে যাহাদের বিশ্বাস এবং পালনীয় সব কিছু প্রটেস্টান্ট সংস্করণের নীতি অনুসারে করা হয়েছিল। এই আন্দোলনের নেত্রী স্থানীয়রা “আপত্তি” করেছিলেন কিছু কিছু ক্যাথলিক মণ্ডলীর রীতি-নীতির প্রতি (যেমন যাজক ও পোপের ক্ষমতা ও অধিকার)। যখন এই আন্দোলন কিছু ভুল ত্যাগ করেছিল, নতুন নিয়মের মণ্ডলী অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্যের উপর ভিত্তি করে চলবে– অন্যরা কি করতেছে তাহার উপরে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে নয়।